Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবর্ণা ইসলাম

রোলঃ 216020795227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবর্ণা ইসলাম

রোলঃ 216020795227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " চেয়ারে বসে নামাজ আদায় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুবর্ণা ইসলাম, আইডিঃ 216020795227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সুবর্ণা ইসলাম

আইডিঃ 216020795227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আহকাম 7

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান 9

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েজ হওয়ার মূলনীতি...11

চেয়ারে বসে ফরয নামাজ আদায় 13

চেয়ারে বসে নফল সালাত আদায়..16

হাটু বা কোমড় ব্যাথার রোগিদের চেয়ারে বসে নামাজ 18

মসজিদের কাতারে চেয়ার রাখা 20

চেয়ারে বসে ইমামতি 22

চেয়ারে বসে নামাজ সংক্রান্ত ফতোয়া 22

[দারূল উলম দেওবন্দের ফতোয়া]..22

[দারুল উলুম করাচি-র (নতুন) ফতোয়া] 28

উপসংহার..36

ভূমিকা:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي .وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي .وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ .يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

"হে আমার প্রভু! আপনি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করুন এবং আমার জন্য আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বহা ২৫-২৮)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের মালিক। দরুদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা) -এর ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবেয়ী ও শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাদের অনুসারিদের প্রতি।

নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি বা রুকন। শেষ বিচারের দিন ঈমানের পরই নামাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। নামাজ আদায় করা, না করার মধ্যে নিহিত রয়েছে কুফরি। সুতরাং মহানবি (সাঃ) যেভাবে নামাজ আদায় করেছেন, যেভাবে আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে নামাজ আদায় করতে হবে। নিজের মনগড়া নিয়মে নামাজ আদায় করলে তা হবে না।

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ ـ
قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

"এক ব্যক্তি তার রুকু-সিজদা পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হুযাইফা (রাঃ) বললেনঃ তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেনঃ আমার মনে হয় তিনি (হুযাইফা) এ

কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকার বাইরে হবে।" (বোখারি-৩৮৯)

সালাতের মাসআলার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কম আলোচিত একটা বিষয় হলো চেয়ারে বসে নামাজ আদায়। অথচ গত ১৫\২০ বছরে মসজিদ, বাড়ি বা অন্যান্য স্থানে নামাজের জন্য চেয়ার ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। বেশিরভাগ মুসল্লিরা একেবারে সাধারণ সমস্যাকে কেন্দ্র

করে বসে নামাজ আদায় করছেন। প্রায় প্রতিটি মসজিদে চেয়ারও সংযুক্ত হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে। তাই মুসলিমরা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম কি জানতে উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

বর্তমান সময়ের বেশ কিছু লেখক বিষয় টি নিয়ে বই লিখেছেন। প্রত্যেক গবেষক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে যেকোনো বিষয় উপস্থাপন করে থাকেন। এই প্রবন্ধটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্যের সম্মিলিত রূপ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদের সঠিক উপায়ে নামাজ আদায়ের তৌফিক দান করেন। আমাদের কে কথায় ও কাজে ইখলাস দান করেন। আমীন।

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আহকাম

ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইবাদতের আদেশের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সহজতার পথও দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা নিসা:২৮)

নামাজ আদায় করার সময় নামাজের রূকন গুলো যথাযথভাবে পালন করা বাধ্যতামূলক। তবে অসুস্থ ব্যক্তিদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতে শিথিলতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " .

"তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায় করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ দাড়িয়ে নামায আদায় কর; যদি দাড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হও তবে বসে নামায আদায় কর; যদি বসে নামায আদায় করতে সক্ষম না হও তবে (শুয়ে) কাত হয়ে নামায আদায় কর।"(জামে' আত-তিরমিজি-৩৭২)

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের স্তর ৪টি-

১. তাকবীরে তাহরিমা দাড়িয়ে বলতে পারলে সে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তি দাড়িয়ে নামাজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি বসে নামাজ আদায় করে তাহলে তার নামাজ সঠিক হবে না।

২. দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করবে। যমীনে বসে নামাজ পড়া উত্তম তবে ওজর থাকলে বা ডাক্তার পরামর্শ দিলে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবে।

৩. অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসতে অক্ষম হয় তাহলে ডান বা বাম কাত হয়ে নামাজ পড়বে। ডান কাতে ফেরা উত্তম। কাত হয়ে নামাজ পড়ার সক্ষমতা থাকলে চিৎ হয়ে পড়া জায়েজ নেই।

৪. কাত হয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম ব্যক্তি চিৎ হয়ে নামাজ পড়বে। সম্ভব হলে মাথা সামান্য উঁচু করা উত্তম, যাতে সে কিবলামুখী হয়ে ইঙ্গিত দিতে পারে।

ইসলামী শারিয়তে অক্ষম সাব্যস্ত হবে যখন-

- দাড়িয়ে সালাত পড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়
- কষ্টসাধ্য
- রোগবৃদ্ধির কারণ
- সুস্থতা প্রলম্বিত হওয়ার কারণ।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

বর্তমানে মানুষ নিত্য নতুন রোগ-ব্যাধিতে অক্রান্ত হচ্ছে। পায়ের হাড়ে ব্যাথা, বয়সের ভারে কিংবা শরীরের অন্য কোনো অসুবিধার কারণে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না। তখন ডাক্তার হয়তো চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার পরামর্শ দেন। তাই অনেকেই এই মাসালার ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হয়েছেন।

সাধারণত যারা চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে তাদের মধ্যে নিম্নক্ত কারণগুলো দেখা যায়:

১. হাটু-কোমরের হাড়ের ব্যাথার জন্য কোনো মুফতী বা দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শে চেয়ারে নামাজ আদায় করেন।

২. সামান্য রোগের কারণেই নামাজের গুরুত্ব জানেন না এমন ডাক্তার চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে বলেছেন।

৩. রোগী কারো পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজেই চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন।

৪. অতি বৃদ্ধ তাই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করেন। যদিও হাঁটা-চলা

করতে পারেন।

৫. অনেক পুরুষদের টাইট প্যান্টে হাটু ভাঁজ করতে কষ্ট হয় বা কাপড়ের পরিপাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে চেয়ারে নামাজ আদায় করেন।

৬. সবসময় দাঁড়িয়ে পড়লেও সামান্য জ্বর, মাথাব্যথা বা অন্যান্য সমস্যা হলেই বসে নামাজ পড়েন।

৭.প্রতিবন্ধী হওয়ায় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করেন।

মুফতী তকী উসমানী তার লিখিত 'চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী আহকাম' বইতে উল্লেখ করেন-

"দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলে রোগীর জন্য তৈরিকৃত গাড়ী তথা হুইল চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া তখনই জায়েয যখন সে রুকু সেজদা করতেও অক্ষম হবে। আর দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলেও যদি রুকু সেজদা করার শক্তি থাকে তাহলে তার জন্য রুকু সেজদা করা ফরয। সুতরাং তাকে যমীনে বসে রুকু-সেজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সেজদা করে নামাজ আদায় করা বৈধ হবে না। চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা তখনই বৈধ হবে, যখন ইশারায় রুকু সেজদা করা বৈধ অর্থাৎ যখন বসেও যমীনে নিয়মতান্ত্রিক রুকু সেজদা করতে সক্ষম না হবে এবং যমীন থেকে অনুর্ধ্ব এক বিঘত উঁচু কোন বস্তুর উপরও সেজদা করতে না পারবে। তবে সে অবস্থায়ও দাঁড়াতে সক্ষম হলে কেরাত দাঁড়িয়ে পড়তে

হবে। আর মনে রাখবে যে, বসে ইশারায় নামায পড়া অবস্থায়ও যমীনে বসে নামাজ পড়াই উত্তম। চেয়ারে বসে তখনই নামাজ পড়া উচিৎ যখন যমীনেও বসতে সক্ষম না হবে।"

দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি ওজরের কারণে চেয়ারে সালাত পড়লে, সে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ পড়লে যা কিছু করত তা সবই করবে । তার জন্য সক্ষমতা থাকা অবস্থায় নামাজের কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না। হোক সেটা সালাতের শুরুতে, মাঝে কিংবা শেষে। কেউ কেউ নামাজের বিভিন্ন রোকন ও ওয়াজিব আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও

নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বসে থাকে, তাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ আদায় নামাজকে বিনষ্ট করে দেয়। রাসূল (সাঃ) এর যুগে এমনকি সাহাবী-তাবেঈনদের যুগেও চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের প্রমান নেই। অথচ সে যুগে অক্ষম ব্যক্তিও ছিল এবং চেয়ারও ছিল। তবে বর্তমান সময়ে নিত্য নতুন রোগ বিবেচনায় মুফতীরা বিশেষ ক্ষেত্রে চেয়ার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। পাশাপাশি সামান্য কারনে চেয়ার ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

রোগীর চেয়ার ব্যবহার জায়েজ হবে, যদি-

১. দাড়ানো, মাটিতে বসা, রূকু সেজদায় অক্ষম হয়।

২. দাড়ানো, মাটিতে বসতে সক্ষম কিন্তু রূকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হয়। তবে তা মাকরূহে তানযীহীর পর্যায়ে পড়ে।

রোগীর চেয়ার ব্যবহার নাজায়েজ হবে, যদি-

১. দাড়ানো, মাটিতে বসা, রূকু সেজদা করতে সক্ষম হয়।

২. দাড়াতে অক্ষম, কিন্তু মাটিতে রূকু সেজদায় সক্ষম।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েজ হওয়ার মূলনীতি

চেয়ারে নামাজের বিধান সহজে বের করতে ৩ টি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে:

১- দাড়ানো

2. মাটিতে বসা

3. রুকু-সাজদা

১. সক্ষম + সক্ষম + সক্ষম

(দাঁড়াতে + মাটিতে বসতে + রুকু-সিজদা করতে সক্ষম)

যে ব্যক্তি ও রুকু-সিজদা করতে সক্ষম সে জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে তার নামাজ হবে না। বরং সে দাঁড়িয়ে যথা নিয়মে রুকু- সিজদার দারা নামাজ আদায় করবে, এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে নামাজ জায়েয হবেনা।

২. অক্ষম + অক্ষম + অক্ষম

(দাঁড়াতে + মাটিতে বসতে + রুকু-সিজদা করতে অক্ষম)

-নি.শর্ত চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েয।

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

''আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও ওপর চাপিয়ে দেন না।'' (সূরা বাকারা: ২৮৬)

৩. অক্ষম + সক্ষম + সক্ষম

(দাঁড়াতে অক্ষম। মাটিতে বসতে + রুকু-সিজদা করতে সক্ষম)

কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে ইশার করে রুকু সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহি.) বলেন-

ولا يصح الإيماء بهما الركوع والسجود (مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما.

"রুকু-সিজদায় সক্ষম হলে; ইশারায় তা আদায় করা সহীহ হবেনা তবে অক্ষম হলে ভিন্ন।" (রদ্দুল মুহতার ২\৯৯)

৪. সক্ষম + সক্ষম + অক্ষম
(দাঁড়াতে + মাটিতে বসতে সক্ষম। রুকু-সিজদা করতে অক্ষম)

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম; তার জন্য দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া জরুরী। অতঃপর সে জমিনে বসে ইশারায় রুকু-সিজদাহ আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু- সিজদাহ আদায় করে তবে তা মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তম। [ফিকহুস সালাত(IOM), পৃ. ১৬৯-১৭০]

চেয়ারে বসে ফরয নামাজ আদায়

ফরয নামাজ সর্বাবস্থায় পড়া বাধ্যতামূলক। সালাতে অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া সবার উপর দাঁড়ানো আবশ্যক। দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি ফরয নামাজ সম্পূর্ণ বসে পড়লে তার নামাজ হবে না। তাই ফরযের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজের তরীকা ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ভেদে পরিবর্তন হয়।

যদি রোগী শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলতে সক্ষম হয়, তাহলে সে চেয়ারে বসার আগে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলবে। এ ব্যাপারে সকল আলেমরা একমত।
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

إذا قمت إلى الصلاة فكبر

"তুমি সালাতে দাঁড়ালে তাকবীর দিবে।" (সহীহ মুসলিম ৪৫/৩৯৭)

নবীজী এখানে তাকবীরকে দাঁড়ানোর পরবর্তী ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সালাতে অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া সবার উপর দাঁড়ানো আবশ্যক।
সুতরাং দাঁড়াতে পারে এমন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা না বললে তার নামাজ হবে না। এবং দাড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে বলতে পারবে ।

দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলার পর যদি দাঁড়িয়েই ফাতিহা পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে সে সূরা ফাতিহা পড়বে। অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে পারলে তা পড়বে। সূরা আত-তাগাবুনের ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"অতএব, যতটা পার আল্লাহকে ভয় করো, (তাঁর কথা) শোন, (তাঁর) আনুগত্য করো এবং (তাঁর পথে) ব্যয় কর। এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা হলে সূরা ফাতিহা পাঠের পর বসে বাকী অংশ তিলাওয়াত করবে। অথবা, সম্পূর্ণ কিরাত বসে পাঠ করবে। বসে অথবা দাঁড়িয়ে কিরাতের সময় বাম হাতের উপর ডান হাতের তালু রাখবে। সে চাইলে ডান কবজি দিয়ে বাম হাতের কবজিও ধরতে পারে। তারপর বুকের উপর, নাভির উপর কিংবা নাভির নিচে রাখতে পারে। বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু মুসল্লীকে দেখা যায়, চেয়ারে নামাজ পড়ার সময়

উরুতে কিংবা দুই উরুর মাঝখানে হাত রাখে। এটা সুন্নতের খেলাফ। কারণ এক্ষেত্রে তার বসা মূলত দাঁড়ানোর পরিবর্তে। আর স্থলাভিষিক্ত বিষয় যে বস্তুর স্থলে বসল, সেটির হুকুম গ্রহণ করবে। দাড়ানো ব্যক্তি যেভাবে হাত রেখে নামাজ পড়ে বসা ব্যক্তির জন্যেও একই হুকুম।

'এরপর সে হাত তুলে তাকবীর দিয়ে বসা অবস্থাতেই রুকু করবে। মাথা দিয়ে রুকুর ইশারা করবে। দুই হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরবে। রুকুর জন্য নিচু করা মাথা তোলার পর আবার হাত তুলবে, তারপর হাত বুকে কিংবা নাভির নিচে রাখবে যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। যদি সে দাঁড়িয়ে রুকু করতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে রুকু করা আবশ্যক হয়ে যাবে। তারপর সে চেয়ারে বসে সিজদার ইঙ্গিত দিবে। মাটিতে সিজদা

দিয়ে সিজদা থেকে উঠে দুই সিজদার মাঝখানে চেয়ারে বসার সক্ষমতা থাকলে মাটিতেই সিজদা করা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যদি সিজদা করার সক্ষমতা না থাকে, অথবা থাকলেও এরপর দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যায় তাহলে তার সিজদা বাতিল হয়ে যাবে। ইশারা-ইঙ্গিতে চেয়ারে সিজদা করাই যথেষ্ট হবে। তবে সিজদার ক্ষেত্রে ইশারা রুকুর চাইতে বেশি নিচে হবে; যাতে করে রুকুর জন্য ইশারা দেওয়া সিজদার ইশারা দেওয়ার চাইতে ভিন্ন হয়। সিজদা অবস্থায় দুই হাত সে হাঁটুতে রাখবে যেমনিভাবে রুকুর অবস্থায় রেখেছিল, অথবা উরুর উপর রাখবে যাতে করে রুকুর অবস্থার চাইতে ভিন্ন হয়।

দুই সিজদার মাঝে বসলে দুই হাত উরুতে রাখবে অথবা হাঁটুতে ছড়িয়ে দিবে। তারপর দ্বিতীয় সিজদাও প্রথম সিজদার মতো করে দিবে।

তাশাহহুদের জন্য বসলে বাম হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও অনামিকা গুটিয়ে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা মিলিয়ে গোল করে নিবে এবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করতে থাকবে। তারপর বাকী অংশ পাঠ করবে। এই অবস্থাতেই নামাজ শেষ করবে। এভাবেই তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। সে পূর্ণ নেকী পাবে, নেকীর কোনো কমতি হবে না'।(শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ)

আবূ ইসমাঈল আসসাকসাকী বলেন, আবূ বুরদাহ্-কে বলতে শুনেছি,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "বান্দা যদি অসুস্থ হয় কিংবা সফর করে, তাহলে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় আমল করলে যেমন নেকী লেখা হত, তার জন্য ঠিক সে রকম নেকী লেখা হয়।"(বুখারী- ২৯৯৬)

এই হাদীসের ব্যাপারে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন, 'এটি মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম বড় নিয়ামত। বান্দাদের

নিয়মিত স্বাভাবিক আমল যদি অসুস্থতা বা সফরের কারণে তাদের করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের জন্য পূর্ণরূপে লেখা হয়। ... এই হাদীসে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন ব্যক্তি যিনি পূর্ণরূপে যেকোনো ইবাদত আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে অপূর্ণতা সহকারেই কোনো ইবাদত করেছেন। আল্লাহ তার নিয়তের কারণে সক্ষমতা থাকলে সে যেমনটা করত, তেমন নেকীর মাধ্যমে সেটি পূর্ণ করে দিবেন। কারণ ইবাদত পূর্ণরূপে করতে পারার অক্ষমতাও এক প্রকার অসুস্থতার কারণে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। [বাহজাতু কুলবিল আবরার, পৃ- ১০৯)

চেয়ারে বসে নফল সালাত আদায়

কেউ কেউ দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে সক্ষম হওয়ার পরও চেয়ারে নফল নামাজ পড়ে। দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে নফল পড়লে তার নামাজ বিশুদ্ধ হবে, হোক সেটা একাকী কিংবা ইমামের পরে।

মুওয়াফ্ফাক ইবন কুদামা বলেন, 'নফল নামাজ বসে পড়ার বৈধতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ আমরা জানি না। তবে দাঁড়িয়ে নফল পড়া উত্তম।' (আল-মুগনী ২\৫৭৬) কিন্তু বসে নফল পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক নেকী। বসে নফল পড়ার সময় যদি তার নিয়ত থাকে যে সে দাঁড়াতে পারলে দাঁড়াবে, তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর সমান নেকী সে পাবে যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার সক্ষমতা থাকার পরও চেয়ারে ফরয নামাজ আদায়কারীর নামাজ বাতিল যেমনটা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ দাঁড়ানো ফরয নামাজ রোকন, কিন্তু নফল সালাতে নয়।

নফলে ওজর ছাড়াই বসে পড়ার শিথিলতা থাকার কারণ হলো 'ফরযের

চাইতে নফলে প্রশস্ততা বেশি'। নফল নামাজে দাঁড়ানো আবশ্যক না, সফর অবস্থায় কিবলামুখী হওয়ার আবশ্যকতা নেই, কোনো জরুরী প্রয়োজন ছাড়াও বাহনে পড়া যায় প্রভৃতি। নফলের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া, নফল আমল বেশি পরিমাণে করা, নফল সালাত দীর্ঘ করা, নিয়মিত নফল পড়ার জন্যই এমন ছাড় দেওয়া হয়েছে। কারণ যার রাস্তা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়, সেটি মানুষ কম পরিমাণে করে। আর যার রাস্তা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, সেটি করা সহজ হয়ে যায়।

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অর্শ রোগী। তিনি বলেন,
قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ " إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ".

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসে নামাজ আদায় করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, "সে যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে, তাহলে সেটি উত্তম। আর যদি সে বসে নামাজ আদায় করে, তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক নেকী সে পাবে। আর যদি সে শুয়ে নামাজ আদায় করে, তাহলে সে বসে নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে।" (বুখারী- ১১১৫)

অধিকাংশ আলেম মনে করেন, নফল সালাত কিছুটা দাঁড়িয়ে এবং কিছুটা বসে আদায় করা জায়েয। হোক সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে পরে বসুক কিংবা বসে সালাত আদায় করে পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে যাক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে হাদীস প্রমাণিত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ

وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ . قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْعَمَلُ عَلَى كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ . كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولاً بِهِمَا .

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের এক বছর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাকে বসে বসে নফল নামায আদায় করতে দেখিনি। তারপর তিনি বসে বসে নফল নামায আদায় করতেন এবং সূরাসমূহ শান্ত-স্থিরভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন। এতে তা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হত। (তিরমিজি-৩৭৩)

যে ব্যক্তি বসে সালাত পড়বে, তার বসার ধরনের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে কথা হয়েছে। কেউ যদি নফল সালাত বসে পড়ে (একইভাবে যে ব্যক্তি চেয়ারে নফল পড়ে) তাহলে সে রুকু-সিজদা অবস্থায় চাইলে দাঁড়িয়ে পড়তে পারবে এবং দাঁড়িয়েই রুকু সিজদা করবে। আর এটাই উত্তম। এর চাইতে মর্যাদার দিক থেকে নিচের স্তরে হলো এমন ব্যক্তির সালাত যে বসে ক্বেরাত পড়ে। তারপর কিছু আয়াত বাকি থাকতে দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ে তারপর রুকু-সিজদা দেয়। খুব কম মানুষই এমনটা করে। আর সবচেয়ে নিচের স্তরে হলো এমন ব্যক্তির সালাত, যে বসেই ক্বেরাত পড়ে এবং বসেই রুকু দেয়।

ইসহাক ইবন মনসুর ইমাম আহমদ ও ইসহাক থেকে বর্ণিত 'মাসাইল'-এ উদ্ধৃত করেন, তিনি প্রশ্ন করেন, 'সে যদি বসে সালাত আদায় করে, তাহলে বসেই রুকু করবে? নাকি উঠে রুকু করবে?' ইমাম আহমদ বলেন, 'উভয় হাদীস অনুযায়ীই আমল করা যায়, কোনো সমস্যা নেই।' ইসহাক বলেন, 'আহমদ যেমনটা বলেছেন। (মাসাইলু ইবন হানে, পৃ ১০৭)।

হাটু বা কোমড় ব্যাথার রোগিদের চেয়ারে বসে নামাজ

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু-সেজদা করতে সক্ষম এবং এমন কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত নয় যার কারণে সে এ রুকনগুলো আদায় করতে অপরাগ অথবা এ রুকনগুলো আদায় করার কারণে তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো ফরজ ওয়াজিব এবং কমপক্ষে ফজরের সুন্নত দাঁড়িয়ে আদায় করা। যদিও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুটা কষ্ট হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে বিবরণ

নিম্নরূপ-

ক. যদি তার হাঁটুতে সাধারণ কোনো ব্যথা হয় যে ঐ ব্যথা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে এবং এর কারণে ব্যথা বেড়ে যাওয়া অথবা ভালো হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার উপর জরুরি হলো যে, সে নামায দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এই অবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয নেই।

খ. যদি তার হাঁটুর সমস্যা এমন হয় যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে তা বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয।

আর ঐ ব্যক্তির রুকু এবং সেজদার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো যে, যদি সে রুকু-সেজদা করতে সক্ষম হয়, যদিও ডানে বায়ে পা ছড়িয়ে বসে হয় তাহলে তার উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে রুকু সেজদা করা জরুরী। শুধু ইশারায় রুকু-সেজদা করা জায়েয নেই। যদিও সামনে টেবিল ইত্যাদি উঁচু কোন বস্তু রেখে তার উপর সেজদা করুক। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে যে, যেই জিনিসের উপর সেজদা করছে তার উচ্চতা যমীন থেকে

আনুমানিক নয় ইঞ্চি বা অর্থ হাত এর চেয়ে বেশি উঁচু যেন না হয়। কেননা এর চেয়ে ওয় কোন বস্তুর উপর সেজদা করা জায়েয নেই। এ অবস্থায় সে যমীনে বসে নামায আদায় করবে। তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নেই।

গ. যদি সমস্যা এমন হয় যে, কখনও ব্যথা বেড়ে যায় যার কারণে দাঁড়াতে বা রুকু-সেজদা করতে অপারগ হয় বা তাতে অসহনীয় কষ্ট হয় বা সমস্যা আরো বেড়ে যাওয়া অথবা সুস্থ

হতে বিলম্ব হওয়ার ভয় হয়। আবার কখনও কমে যায় যার কারণে উক্ত ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদা করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে প্রথম অবস্থা দেখা দেওয়ার সময় সে মাজুর সাব্যস্ত হবে এবং এ অবস্থায় বসে বা ইশারা করে নামায পড়া জায়েয। আর যখন দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিবে তখন তার উপর সুস্থতার হুকুম ফিরে আসবে এবং তখন তার জন্য আবশ্যক হবে যে, সে ঐ নামাযগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করবে যে নামাযগুলোতে দাঁড়ানো আবশ্যক। এমনকি যদি সামান্য সময়ের জন্যও দাঁড়াতে সক্ষম হয় পুরা নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, তাহলে যে পরিমাণ সময় দাঁড়াতে পারে সে পরিমাণ সময় দাঁড়ানো তার উপর ফরজ। যেমন, দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার সামর্থ্য আছে কিন্তু কিরাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা তার জন্য ফরজ।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় যখন মাজুর বলে গণ্য হয় তখন বসে বা ইশারা করে নামায আদায় করে আর সমস্যা কমে যাওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিয়মমাফিক রুকু সেজদা করে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায সহীহ হবে।
আর যদি সে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাজুর না হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মন চায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, আর যখন মন চায় বসে নামায পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় বসে আদায়কৃত ঐ সকল নামায যাতে কিয়াম তরক করার অবকাশ নেই (অর্থাৎ, ফরজ ও ওয়াজিব নামায) তা আদায় হয়নি। সেগুলো পুনরায় আদায় করা জরুরী। আর যখন সে রুকু-সেজদা করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তার জন্য চেয়ারে বসে

নামায পড়া এবং রুকু- সেজদা ইশারায় করাও জায়েয।

(মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানীর ফতোয়া অবলম্বনে)

মসজিদের কাতারে চেয়ার রাখা

মসজিদের কাতারে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি:

১. কাতার সোজা করা। রাসূল (সাঃ) কাতার সোজা রাখার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ".

তিনি বলেন, সালাতের ইক্বামাত হচ্ছে, এমন সময় আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে মুখ করে তাকালেন এবং বললেনঃ তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও। কেননা, আমি আমার পিছনে তোমাদেরকে দেখতে পাই।
(সহিহ বুখারী,৭১৯)

কোনো ব্যক্তি কাতারের মাঝে চেয়ার রেখে নামাজ আদায় করলে কাতার সোজা থাকার উপর প্রভাব ফেলে। যা রাসূল (সা:)- এর দেওয়া নির্দেশের খেলাপ।

২. ইমামের পেছনে দাঁড়াবে না। কারণ এতে ইমামের প্রতিনিধি নির্বাচনে

বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। অনেক সময় কোনো পাঠ বা ঘোষনার সময় ইমাম ও মুসল্লির মাঝে বাধা হয়ে দাড়ায়।

৩. এমন স্থানে সালাত আদায় করবে যেনো সামনে, পিছনে উপবিষ্ট মুসল্লির নামাজে ব্যাঘাত না ঘটে। সম্ভব হলে কাতারের পাশে বা পিছনের কাতারে নামাজ পড়া উত্তম।

৪. চেয়ার যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখতে হবে। হুইল চেয়ার বাড়ি থেকে নিয়ে আসলে মসজিদে প্রবেশের আগে চেয়ারের চাকার ধুয়াবালি বা কাদা পরিষ্কার করবে।

৫. মুসল্লিদের অধিক দামি চেয়ার পরিহার করা উচিত যাতে অন্যদের মাঝে তারতম্য সৃষ্টি না হয়, মসজিদ সমতার স্থান।

৬। চেয়ার দিয়ে মসজিদের নির্দিষ্ট কোনো জায়গা দখল রাখা অনুচিত। বিশেষত সামনের কাতার।
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, "মুসলমানরা একমত যে, জুম্মার দিন বা অন্যান্য দিনে মসজিদে যাওয়ার আগেই নিজেদের জায়নামাজ সামনের কাতারে রাখা নিষিদ্ধ। বরং এটি হারাম।" তারপর এমন ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ হবে কিনা সেটা নিয়ে মতভেদ তিনি উল্লেখ করেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া- ২২/১৮৯)

মসজিদের চেয়ার ২ ধরনের।
১. স্থায়ী চেয়ার, এই চেয়ার মূলত এমন ব্যক্তির জন্য যারা রূকু সেজদায় অক্ষম কিন্তু দাড়িয়ে কিয়াম করতে পারেন। তবে এ ধরনের চেয়ার মসজিদের মূলনীতির খেলাপ।

২. অস্থায়ী চেয়ার, মসজিদে এই চেয়ারের সংখ্যা বেশি। কিছু মুসল্লি পুরো নামাজ চেয়ারে বসে পড়েন। তারা তার ডানে-বামে থাকা ব্যক্তিদের সাথে কাঁধ-বুক সোজা করবে। সে যে কাতারে বসবে, সে কাতারে তার

বসাটা হবে অন্যদের দাঁড়ানো বরাবর। দুই পা এগিয়ে কাতার থেকে বেরিয়ে থাকলেও সমস্যা হবে না।

কিছু মুসল্লি রূকু সেজদা করতে না পারলেও দাড়াতে পারেন। দাঁড়াতে সক্ষম হলে তিনি কাতারের পাশে ঠিক সেভাবেই দাড়াবেন যেভাবে সুস্থ মুসল্লি দাঁড়ায়। দাঁড়ানো অবস্থায় পাশের জনের সামনে থাকা তার জন্য বৈধ হবে না। তবে বসার সময় সে কিছুটি পিছিয়ে বসবে। চেয়ারের সামনের পায়া মুসল্লির পা বরাবর থাকবে। আর পেছনের পায়া কাতারের একটু পেছনে থাকবে।

কেউ দাড়াতে অক্ষম হলে সে মসজিদে চেয়ার রেখে নামাজ আদায় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে কাতার বরাবর না হওয়া তার জন্য ক্ষতিকর হবে না। সূরা বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,
لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ
"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেন না।"

চেয়ারে বসে ইমামতি

ইমাম চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে তার মতো ইশারাকারী মাজুরদের নামাজ তার পেছনে সহিহ হবে কিন্তু রূকু সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নামাজ তার পেছনে সহিহ হবেনা। কেননা ইশারায় নামাজ আদায়কারীর পেছনে রূকু সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের ইক্তেদা সহিহ নেই। (মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী)

চেয়ারে বসে নামাজ সংক্রান্ত ফতোয়া

যে সকল লোক রূকু সেজদা করতে সক্ষম নয় তাদের নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের ফতোয়া উল্লেখ করা হলো:

[দারূল উলম দেওবন্দের ফতোয়া]

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সঙ্গে বেড়ে চলেছে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীর সংখ্যাও। হাঁটু, কোমর বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে ডাক্তার বলে দেন- আপনি নামাজি ব্যক্তি হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন। বেশি উঠবোস করলে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। বেচারা রোগী মানুষ, করবেও বা কী? এসব কারণে সামান্য ব্যথা হলেই এখন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এ কারণে প্রায় মসজিদে চেয়ারও সংযুক্ত হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে। কাতারের মাঝখানে বা পাশে চেয়ার স্থাপন করার কারণে বিভিন্নভাবে মুসল্লিদের কাতারে যে মিলে দাঁড়ানোর কথা, তাতেও অনিয়ম দেখা দেয়। আবার কিছু লোক নিচে উপবিষ্ট, কিছু চেয়ারে, তাতেও কেমন যেন অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। যাতে মসজিদের যে পরিবেশ তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আরো বহু কারণে মুসলমানরা উৎসুক হয়ে উঠেছেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের নীতি কী, তা জানতে।

এমনই একজন উৎসুক ব্যক্তি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া বিভাগে এ ব্যাপারে একটি ফতোয়া চেয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার পক্ষ থেকে কয়েক পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ লিখে এ প্রশ্নের

উত্তর দেওয়া হয়েছে, উত্তর দেন মুফতি যাইনুল ইসলাম কাসেমী। যা তাদের অনলাইন ফতোয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও বিষয়টি জানার দাবি রাখে, সে কারণে ওই ফতোয়াটি বাংলা ভাষা তুলে ধরেন মুফতি এনামুল হক কাসেমী:

দাঁড়াতে ও সিজদা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য নামাজে কিয়াম বা দাঁড়ানো ফরজ এবং এটি নামাজের একটি রুকন। যদি দাঁড়ানো বা সিজদাদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ নামাজ বসে আদায় করা হয়, তবে নামাজের ফরজ বা রুকন ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামাজ হবে না। নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। (দুররে মুখতার, যাকারিয়া বুক ডিপো ২/১৩২)

এমনকি যদি নামাজের কিছু অংশ দাঁড়াতে সক্ষম, পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে অপারগ, তবে যেটুকু সময় দাঁড়াতে পারবে তা কোনো লাঠি বা দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে হলেও সেটুকু দাঁড়ানো ফরজ। এমতাবস্থায় যদি না দাঁড়ায় এবং কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসেই নামাজ আদায় করে, তবে নামাজ হবে না। (দুররে মুখতার ২/২৬৭)

যদি কোনো লোক দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু-সিজদা বা শুধু সিজদা করতে সক্ষম নয়, তার জন্য বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ। সে ইশারার মাধ্যমে রুকু-সিজদা করবে। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার চেয়ে বসে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করা উত্তম। (দুররে মুখতার ২/৫৬৭), ফতোয়া আলমগীরী ১/১৩৬-তেও এরূপ রয়েছে।

যেসব অক্ষমতার কারণে দাঁড়ানোর আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়, তা দুই প্রকার :

১। হাকিকি বা মৌলিক : এমন অক্ষম, যে দাঁড়াতে পারবে না।

২। হুকমি বা বিধানগত : এমন অক্ষম নয় যে, দাঁড়ানো সম্ভব না, বরং দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অথবা এমন দুর্বলতা থাকে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত, যেমন অসুস্থতা, যার ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তাররা পরামর্শ দেন যে দাঁড়ালে রোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা সুস্থতা ফিরে আসতে বিলম্ব হবে কিংবা দাঁড়ানোর কারণে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়, এসব অবস্থায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ। (দুররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার ২/৫৬৫)

যদি অসহনীয় ও অস্বাভাবিক ব্যথা না হয়, বরং সামান্য ব্যথা অনুভব হয়, তবে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে না। এমতাবস্থায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। (তাতারখানিয়া-যাকারিয়া বুক ডিপো-২/৬৬৭)

যে লোক দাঁড়াতে অক্ষম, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে সক্ষম, তবে তাকে মাটিতে বসে সিজদাসহকারে নামাজ আদায় করতে হবে। মাটিতে সিজদা না করে চেয়ারের ওপর বসে বা মাটিতে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। (তাতারখানিয়া-যাকারিয়া বুক ডিপো-২/৬৬৭)

যদি রুকু ও সিজদা করতে অপারগ, কিন্তু মাটিতে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করতে সক্ষম, তবে তাশাহুদ অবস্থার মতো বসা আবশ্যক নয়। বরং যেকোনোভাবেই চাই মহিলাদের তাশাহুদে বসার মতো বা যে আসনে বসলে আরাম হয়, সেভাবেই মাটিতে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। চেয়ারে বসা উচিত নয়। কারণ শরিয়ত এমন অপরাগদের মাটিতে বসার ব্যাপারে পূর্ণ ছাড় দিয়েছে, যে আসনে সম্ভব হয়, সেভাবেই বসে নামাজ আদায় করবে। (দুররে মুখতার মাআ শামী-২/৫৬৬)

এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে

কয়েকটি কারণে মাকরুহ হবে।

১. মাটিতে বসা সুন্নাত। এ পদ্ধতিতেই সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী মুসলমানদের আমল চলে আসছে। ৯০ দশকের আগ পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার প্রচলন ছিল না। খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের সোনালি যুগেও এর কোনো নজির পাওয়া যায় না।

২. চেয়ার ব্যবহারের কারণে নামাজের কাতারে অনেক ফাঁকা রয়ে যায়। অথচ এত্তেসালে সফ তথা কাতারে পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদিসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার মসজিদে নেওয়ার কারণে বিধর্মীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ্যতা দেখা দেয় অথচ দ্বীনি কাজে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ নিষেধ।

৪. নামাজ হলো বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ, প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহার করার চেয়ে মাটিতে নামাজ আদায় করলে বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

৫. মাটির নিকটবর্তী হওয়া নামাজের একটি কাম্য বিষয়, যা চেয়ারের ওপর আদায় করলে পাওয়া যায় না।

যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসে নামাজ আদায় করার সাধ্য ও সামর্থ্য না থাকে, তবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যাবে। কিন্তু যদি যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করার সামর্থ্য থাকে, তবে চেয়ারে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না।

যে ক্ষেত্রে জরুরতের কারণে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সিজদার সময় ইশারার ওপরই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। চেয়ারের কোনো অংশ যেমন কোনো কাঠের ওপর সিজদা

করার তথা অক্ষম অবস্থায় কোনো উঁচু বস্তুর ওপর সিজদা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন একদিন নবী করিম (সা.) কোনো সাহাবির শুশ্রূষা করতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ওই সাহাবি অক্ষমতার কারণে একটি বালিশের ওপর সিজদা আদায় করছিলেন। নবী করিম (সা.) তাঁকে সেরূপ করা থেকে বারণ করতে গিয়ে বলেছেন, যদি মাটিতে সিজদা করা তোমার জন্য অসম্ভব হয়, তবে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে এবং সিজদার মধ্যে রুকু অপেক্ষা সামান্য বেশি ঝুঁকবে। এ হাদিসটি মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত। এর বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। (এ'লাউস-সুনান- ৭/১৭৮)

আরেক বর্ণনায় আছে, উম্মুল মুমিনীন হজরত উম্মে সালমা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সামনে একটি বালিশ আনা হলো। এর ওপর তিনি সিজদা করতেন। নবী করিম (সা.) এটি দেখেছেন, কিন্তু নিষেধ করেননি। নবী করিম (সা.) কর্তৃক কোনো আমল দেখে চুপ থাকাটা অনুমতির প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা শামী (রহ.) উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বর্ণনা করেছেন, নামাজ আদায়কালে কোনো বস্তু উঠিয়ে তার ওপর সিজদা করা মাকরুহ। কিন্তু যদি মাটিতে আগে থেকে কোনো বস্তু স্থাপিত থাকে এবং নামাজ আদায়কারী এর ওপর সিজদা করে, তবে তা মাকরুহ হবে না।

ওই আলোচনার সার কথা হলো, কোনো পূর্ব স্থাপিত উঁচু বস্তুর ওপর সিজদা করা অথবা সিজদার জন্য কোনো বস্তু রাখা ছাড়া ইশারা করে নামাজ আদায় করা উভয়টিই জায়েজ। কিন্তু উল্লিখিত টেবিলসংযুক্ত চেয়ারে সিজদা করলে তাও মূল সিজদা হবে না, বরং ইশারার মতোই

হবে। সুতরাং সেরূপ কুরসির ওপর বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি যদি ইমামতি করে, তবে তার পেছনে রুকু-সিজদাকারী মুসল্লির নামাজ হবে না।

আল্লামা শামী (রহ.) লিখেন : কিন্তু নবী করিম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম বারণ করার কারণে তা (উঁচু বস্তুতে সিজদা করা) অনুত্তম বলেই মনে হয়। তা ছাড়া যারা নিয়মিত চেয়ার বা কুরসিতে নামাজ আদায় করে থাকে, তাদের সব সময় নামাজে অসম্পূর্ণতা অনুভূত হবে। অর্থাৎ এরূপ সন্দেহ হবে যে আমরা তো সিজদাই করলাম না আমাদের নামাজ হচ্ছে কি না?

হজরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একে অনুত্তম বলেন : সিজদা করার জন্য বালিশ বা কিছু উঁচু বস্তু রেখে দেওয়া এবং এর ওপর সিজদা করা উত্তম নয়। যখন সিজদা করতে অপারগ হবে, তখন ইশারা করেই নামাজ আদায় করবে। বালিশ বা উঁচু কিছুর ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই। (বেহেশতী জেওর ২/৪৫, অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বর্ণনা)

উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

১. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যেকোনোরূপে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ার ইত্যাদিতে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। নামাজ আদায় হবে না।

২. যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার কারণে সিজদা করার শক্তি নেই অথবা ওই ব্যক্তি যে মাটিতে বসতে পারে কিন্তু রুকু-সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক জমিতে বসে নামাজ আদায় করবে। চেয়ার ইত্যাদির ব্যবহার মাকরুহ হবে। হ্যাঁ, যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে। টেবিলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার করবে না।

মাটিতে বা চেয়ারে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

১. চেয়ারে ইশারা করে নামাজ পড়ার সময় অনেকে রুকুতে হাত রানের ওপর রাখে এবং সিজদার সময় শূন্যে আলগে ধরে সিজদার ইশারা করে। এরূপ করা স্বীকৃত নয়। রুকু ও সিজদা উভয় ক্ষেত্রে হাত রানের ওপর রাখা উচিত।

২. অক্ষম অবস্থায় মাটিতে বসে রুকু-সিজদার সঙ্গে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে রুকুতে নিতম্ব মাটি থেকে ওঠানোর প্রয়োজন নেই। বরং কপাল হাঁটু বরাবর হওয়া জরুরি। "বসা অবস্থায় রুকু করার সময় শুধু কপালকে হাঁটু বরাবর করা জরুরি। এর চেয়ে বেশি ঝোঁকার প্রয়োজন নেই। না নিতম্ব ওঠানোর প্রয়োজন আছে। (এমদাদুল আহকাম : ১/৬০৯)

চেয়ারে নামাজ আদায়কারীরা এখন নিজের অবস্থার ওপর চিন্তা করে দেখুন। বাস্তবে কি আপনি এমন অক্ষম যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে আপনার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। বাস্তবে আপনি সেরূপ অক্ষম ও অপারগ না হলে চেয়ারে নামাজ আদায় পরিহার করতে হবে। যাতে আপনার নামাজ শরিয়ত অনুযায়ী হয়। মসজিদে প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারের আধিক্য না হয়, মসজিদকে কোনো কনভেশন সেন্টার বা বিয়েবাড়ি বা হল মনে না হয়। আর একান্ত প্রয়োজনে যদি চেয়ার ব্যবহার করতেই হয়, তবে টেবিলযুক্ত চেয়ার যেন ব্যবহার না করা হয়।
(সূত্র : মাসিক আল আবরার)

[দারুল উলুম করাচি-র (নতুন) ফতোয়া]

আবুল কালাম,নারায়নগঞ্জ

প্রশ্ন : মুহতারাম, কিছুদিন পূর্বে চেয়ারে বসে নামায বিষয়ে একটি রিসালা (পুস্তিকা) হাতে পেলাম , যা মূলত এ বিষয়ে জামেয়া দারুল উলূম করাচী-
এর ফতওয়া বিভাগ থেকে জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের ফতওয়ার সংকলন। মাকতাবা দারুল উলূম করাচী থেকে প্রকাশিত। শুনেছি এর বাংলা অনুবাদও হয়েছে। এই রিসালা পড়ার পর আমার জেহেনে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করবেন। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ :

১. রিসালাটির বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম সে যদি চেয়ারে নামায আদায় করে তাহলে তার উপর জরুরী সামনে তখতা, টেবিল বা অন্যকিছু রেখে তার উপর সিজদা করা। কারণ, এটাও নিয়মতান্ত্রিক সিজদা। সুতরাং যে ব্যক্তি এভাবে সিজদা করতে সক্ষম তাকে এভাবে সিজদা করতে হবে। শুধু ইশারার মাধ্যমে সিজদা করা সহীহ হবে না।”

এখন আমার প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামকে তো মাসআলাটি এভাবে বলতে শুনিনি। এখানে তো সাধারণত দেখা যায় এ ধরনের মাযূর মুসল্লীগণ ইশারায় রুকু-
সিজদা আদায় করেন। এখন উল্লিখিত ফওয়ার আলোকে আমাদের কী করা উচিত?

২. যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম কিন্তু রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয়, অথবা রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সিজদা করতে অক্ষম। আমাদের দরসী কিতাবাদীতে পড়েছি, এই ব্যক্তি দাড়িয়ে বা বসে যেভাবে ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু উত্তম হল, এই ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবে।

আমি এক আলেমের কাছে এই মাসআলার দলীল জানতে চাইলে তিনি বলেন,
‘মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা’তে (১ : ৩২৫) এর একটি দলীল উল্লেখ আছে।

দারুল উলূম করাচী-
এর রিসালায়ও এই মাসআলা এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার একটি বিষয়ে একটু খটকা লাগছে। তা হল, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম তার দাড়িয়েই নামায আদায় করা উচিত। রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয় তো রুকু সিজদা ইশারায় আদায় করবে। কিন্তু ‘কিয়াম’

(দাড়ানো) কেন ছেড়ে দেবে? এই মাসআলায় কি ফিকহে হানাফীতে শুধু একটিই ‘কওল’ (মত) নাকি অন্য ‘কওল’ও আছে? যদি থাকে তাহলে দলীলের আলোকে কোনটি বেশি মজবুত?

৩. আজকাল চেয়ারে বসে নামায পড়ার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। অনেক মানুষ তো শুধু আরামের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন। আবার কিছু মানুষ যদিও তাদের রুকু সিজদা করতে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিনে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করতে পারেন। তা সত্ত্বেও তারা নির্দ্বিধায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন।

আমার প্রশ্ন হল, শুধু আরামের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কি ঠিক? যদি কেউ তা করে তার নামায কি সহীহ হবে? আর যে ব্যক্তি জমিনে বসে নামায আদায় করতে পারে তার জন্য কি শুধু এই ওযরে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা সহীহ হবে যে, সে রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয়?

আশা করি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে জানাবেন।

উত্তর : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এক.

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি অন্য কোন কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন তাহলেও তিনি ইশারায়ই সিজদা করবেন, সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ এমনটি করে তা সিজদা বলে গণ্য হবে না। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে তার সিজদা আদায় হয়ে যাবে।

চেয়ারে বসে সামনে তখতা বা টেবিল ইত্যাদির উপর কপাল রাখাকে দুই কারণে সিজদা বলা সহীহ নয়। ১. সিজদার জন্য শর্ত হল, উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা। ২. সিজদার সময় কপালের অংশ কোমরের অংশ থেকে নীচু থাকা দরকার। চেয়ারে বসে সামনের কোন কিছুর উপর কপাল রাখলে উল্লিখিত উভয় শর্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেটাকে হাকীকী সিজদা (নিয়মতান্ত্রিক সিজদা) বলা ঠিক নয়।

আর আপনি মাকতাবা দারুল উলূম করাচী থেকে প্রকাশিত রিসালার বরাতে যে কথা লিখেছেন, তা যদিও দারুল উলূম করাচীরই কিছু ফতওয়ায় উল্লেখ আছে, কিন্তু সম্প্রতি এই মাসআলার বিষ

য়ে উসতাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের এক সদ্য লিখিত ফতওয়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। যাতে দারুল উলূম করাচী-

এর দারুল ইফতার অন্যান্য হাযারাতের দস্তখতও রয়েছে। তাতে হযরত দামাত বারাকাতুহুম আগের ফতওয়া থেকে 'রুজুর' (প্রত্যাহারের) ঐ লেখায় হযরত ''ফাতওয়া শামী''র ঐ 'ইবারাতের' (বক্তব্য) উপর বিষদ আলোচনা করেছেন যার ভিত্তিতে দারুল উলূমের আগের ফতওয়া দেয়া হয়েছিল। এবং তিনি এটা প্রমাণ করেছেন যে, ঐ ইবারাতের ভিত্তিতে এই মাসআলার দলীল দেয়া সিদ্ধ নয়। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন :

لہذا کرسی پر بیٹھکر سامنے کسی چیز پر سجدہ کرنے کو "سجدۂ حقیقیہ) "باقاعدہ سجدہ(" "کہنا درست نہیں

''... তাই চেয়ারে বসে সামনে কোন কিছুর উপর সিজদা করাকে 'হাকীকী সিজদা' (নিয়মতান্ত্রিক সিজদা) বলা ঠিক নয়।''

তিনি আরও লিখেছেন,

کرسی پر بیٹھنے کی صورت پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات صادق نہیں آتی، اوراس کی بنیاد پر سامنے کی کسی چیز پر سجدہ کرنے کو واجب نہیں کہا جا سکتا ہے.

''চেয়ারের উপর বসে নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে আল্লামা শামীর ঐ বক্তব্য প্রযোজ্য নয় এবং এর ভিত্তিতে সামনে কোন কিছু রেখে তার উপর সিজদা করাকে ওয়াজিব বলা যায় না।''

এই সদ্য লিখিত ফতওয়ার শেষে হযরত লিখেছেন,

اس تحریر سے پہلے دار الافتاء جامعہ دار العلوم کراچی سے جاری ہونے والے فتاوی میں کوئی جزء اس تحریر کے خلاف ہےاس سے رجوع کیا جاتا ہے.

''এই লেখার পূর্বে দারুল ইফতা, জামেয়া দারুল উলূম করাচী থেকে জা

রিকৃত ফতওয়ার যে সকল অংশ এই লেখার খেলাফ হয় তার থেকে 'রুজু' করা হচ্ছে।'' অর্থাৎ তা প্রত্যাহার করা হল।

এই ফতওয়ার উপর তারিখ দেয়া আছে ২ রবিউস সানী ১৪৩৪হিজরী।

আর আপনি ঐ রিসালার বরাতে যেই ফতওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান ফতওয়ার চেয়ে অনেক আগের তারিখের।

বর্তমান ফতওয়ায় যাঁদের সম্মতিসূচক দস্তখত রয়েছে :

1. আব্দুর রউফ সাখ্খারবী (মুফতী)
2. মাহমুদ আশরাফ উসমানী (মুফতী)
3. আব্দুল মান্নান (নায়েবে মুফতী)
4. আব্দুল্লাহ [বরমী] (সদস্য)
5. আসগার আলী রাববানী (সদস্য)

এই ফতওয়ায় দারুল ইফতার সীলের মধ্যে ফতওয়া নাম্বার লেখা আছে: ৪১/১৫০৮।

দুই.

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মত ওটাই যা আপনি দরসী কিতাবের হাওয়ালায় লিখেছেন যে,
"এমন ব্যক্তির উপর দাড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরী নয় বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে।"

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী যা ইমাম আবু হানিফার রাহ. শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব।

আর এটাই বাকী তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের যে নতুন ফতওয়ার কথা উপরে আলোচনা হয়েছে তাতে তিনি এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০,
‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-
কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে যে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম-
এর ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খন্ডন করেছেন যে, শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরী থাকে না।তিনি একাধিক দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযেরএকটি স্বতন্ত্র ফরয তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমন কি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতওয়ায় এ কথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে কিন্তু সিজদার জন্য জমিনে বসার পর আবার দাড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে
ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাড়িয়ে আদায় করবে। এরপর দাড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকী নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোন মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না। কারণ, গায়রে মুজতাহিদের (মুজতাহিদ নয় এমন) জন্য মুজাতাহিদের ‘কওল’ও (বক্তব্য) দলীলে শরয়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করেছে আমরা বলব না তার নামাজ ফাসেদ হয়েছে।

(لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحا من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضا، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء "ج ١ ص ٣٢٥-عبد المالك)

তিন

যে ব্যক্তি শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে নামায আদায় করছেন তিনি মস্ত বড় ভুল কাজ করছেন। এভাবে নামায আদায় করার দ্বারা তার নামাযই হবে না। তার উপর ফরয, দাড়িয়ে নামায আদায় করা এবং যথা নিয়মে রুকু সিজদা আদায় করা।

আর যে ব্যক্তি জমিনের উপর বসে নামায আদায় করতে সক্ষম তার জন্য শুধু এই বাহানায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয় যে, সে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে বা রুকু সিজদা করতে অক্ষম। বরং এ ধরণের লোকেরা জমিনে বসে নামায আদায় করবে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করবেন শুধু ঐ লোকেরা যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এ ফতওয়ায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,
‘জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

১. মাযুর ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে। খায়রুল কুরূনে এর নযীর নেই। অথচ সে যুগে মাযুরও ছিল চেয়ারও ছিল।

২. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব নামায আদায় করাই জায়েয নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরণের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

৩.. চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়ে হাদীস শরীফে জোর তাকীদ এসেছে।

৪. বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাস নালয়ের সাদৃশ দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ই হুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য থেকেহ নিষেধ করা হয়েছে।

৫. নামায তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয় বিনয়াবনত হয়ে বিগলিতচিত্তে। আর চেয়ারে ব সে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে নামায আদায়ের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

৬. কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাযের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মার্যাদা ও আদবের খেলাফ।

৭. মসজিদে চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কোন কোন ছুরতে কুরআনে কারীম এবং মুরববী নামাযী দের আদব ও এহতেরামের ব্যত্যয় ঘটে।”

(নমুনা স্বরূপ আপত্তির এ সাতটি দিক উল্লেখ করার পর হযরত লেখেন :)

اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کے لئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تك محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھکر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں.

“...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সি মাবদ্ধ করা উচিত, যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।”

এই স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হযরত আবার এটাও লিখেছেন যে, রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনের উপর বসে ইশারায় নামায আদায় কর

তে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটাও জায়েয, কি ন্তু অনুত্তম কাজ। আর দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়ায় এটাকে শুধু অনুত্তমই বলা হয়নি বরং ব লা হয়েছে, তা বিভিন্ন কারণে ‘কারাহাত’ মুক্ত নয়।

আমার যদ্দুর জানা আছে, আমাদের দেশের বিভিন্ন দারুল ইফতার ফতওয়াও এটাই। মারকাযুদ দাওয়ার দারুল ইফতার ফতওয়াও এটাই যে, রুকু সিজদায় অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনে বসতে সক্ষম হলে তাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা মাকরূহ। যা পরিহার করা জরুরী। আর রুকু সিজদায় সক্ষম ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে তো তার নামাযই শুদ্ধ হবে না।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় তা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প হল, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা। কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয়।

আপাতত আপনার প্রশ্নের উত্তরে এই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলে শেষ করলাম। যদি আল্লাহ তাওফীক দেন তাহলে মাযূর ব্যক্তিদের নামায বিষয়ে বিস্তারিত ও দালীলীক একটি প্রবন্ধ আলকাউসারে প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকল।

و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুল ইফতা
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা
৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৪ হিজরী।

উপসংহার

চেয়ার বসে নামাজ আদায় হাল ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। অনেক মা-বোনেরাও এখন কোনো ওজর ছাড়াই বাড়িতে চেয়ারে বা টুলে বসে নামাজ আদায় করেন। অপরদিকে মসজিদে দিনদিন চেয়ারের সংখ্যা বাড়ছে। অধিক চেয়ার রাখলে কিছুটা খ্রিস্টানদের গির্জার মত দেখায়। অথচ, রাসূল (সাঃ) আমাদের বিধর্মীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এতে মসজিদে কাতার সোজা রাখার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। কোনো কোনো যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাজের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মর্যাদা ও আদবের খেলাপ। তাই একান্তই অপারগ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ আদায় বৈধ হবে না। একান্তে ঘরে বসে নামাজের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী (হাফি) বলেন-
" ইশারায় সালাত আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চাই এবং
এর ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ করা উচিৎ,

যারা জমিনে বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম নয়।"

সুতরাং, নামাজের চেয়ার শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। আর এটি তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজরের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর চেয়ারের এই বৈধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে শুধু সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা যাবে না। তাছাড়া যারা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন তারাও মসজিদে এসে জামাতে শরিক হয়ে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ লাভ করবেন।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় সংক্রান্ত আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে- অসুস্থ ব্যক্তি যথাসম্ভব দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করবে। দাঁড়াতে সক্ষম না হলে যমীনে বসে রূকু সেজদা করে নামাজ আদায় করবে। আর রূকু সেজদায় অক্ষম হলে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। যমীনে বসতে সক্ষম হলে সে কোনো অবস্থায়ই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবে না। আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ কিন্তু রোগের কারণে বিশ্বস্ত ডাক্তার তাদেরকে সিজদা করতে নিষেধ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ বৈধ হবে তবে তাদের জন্য উচিত হবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিজ্ঞ মুফতীদের শরণাপন্ন হওয়া।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " .

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায় করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ দাড়িয়ে নামায আদায় কর; যদি দাড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হও তবে বসে নামায আদায় কর; যদি বসে নামায আদায় করতে সক্ষম না হও তবে (শুয়ে) কাত হয়ে নামায আদায় কর।(জামে' আত-তিরমিজি-৩৭২)